তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭

**নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ**

**শেষ হলে নজরুল গবেষণা আরো প্রসারিত হবে**

 **--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, প্রায় ৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটের সুদৃশ্য ও নান্দনিক ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এ নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলে নজরুল গবেষণা ও চর্চা আরো বিস্তৃত ও প্রসারিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে নজরুল নিকেতন আয়োজিত ‘জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর কবিতীর্থ দৌলতপুরে পদার্পণের ১০১ বছর’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 কে এম খালিদ বলেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু’জনেই বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ও বিশ্বদরবারে ঠাঁই করে দিয়েছেন। কাজী নজরুল এমন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন বাংলা সাহিত্যে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে ওঠলেও নজরুলকে দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করতে হয়েছে।

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রকৃতি, মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নজরুলকে আকৃষ্ট করেছিল। এখানকার অনুপম নৈসর্গ থেকে তিনি আহরণ করেছেন গান-কবিতার অনাবিল উপাদান। সে সময় চঞ্চল প্রকৃতির নজরুল সুদূর কলকাতা হতে ছুটে এসেছেন ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চুয়াডাঙ্গা, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে। প্রতিমন্ত্রী এসময় নজরুল জন্মজয়ন্তীতে কুমিল্লার দৌলতপুরে জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

 অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক মোঃ শহীদুল ইসলাম। নজরুল নিকেতনের সভাপতি সাইফুর রহমান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল), বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য কবি হাসান আলীম।

 পরে মনোজ্ঞ নজরুল সংগীত পরিবেশিত হয়।

#

ফয়সল/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২২/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০২৩ সালেও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, রাজনৈতিক, বৈশ্বিক সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০২৩ সালেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।

 আজ রাজধানীর দারুস সালামে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে নতুন বছরে আওয়ামী লীগের চ্যালেঞ্জ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার।

 ড. হাছান বলেন, ‘পলিটিক্স অভ্ কনফ্রনটেশন এবং পলিটিক্স অভ্ ডিনায়াল, যেটি বিএনপি এবং তার মিত্ররা চর্চা করে, সেই সাংঘর্ষিক ও নেতিবাচক রাজনীতির চ্যালেঞ্জসহ নানা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সংকটময় করোনা মহামারিতে থমকে যাওয়া বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে, গত দু’বছর যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর এ বছর ২০২৩ সালেও ইনশাআল্লাহ তার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে।’

 সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘ফেলে আসা ২০২২ সালে একদিকে করোনা মহামারি আরেক দিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বিশ্বমন্দা ও সংকটের মধ্যেই আমাদের দেশে পদ্মা সেতু এবং ঢাকায় মেট্রোরেলের উদ্বোধন হয়েছে এবং সারা দেশের মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছে। পদ্মা সেতুর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ এমনকি পাকিস্তানও অভিনন্দন জানিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশের রাজপথের বিরোধী দল বিএনপি অভিনন্দন জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি তাদের রাজনৈতিক দৈন্য।’

 মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘আমাদের স্বপ্ন ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তর করা। সে জন্য বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের উন্নয়ন, মেধা, মনন, দেশাত্মবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে সমস্ত সংকট-প্রতিবন্ধকতা উপড়ে ফেলে দেশকে স্বপ্নের ঠিকানায় নিয়ে যাওয়াই আমাদের প্রত্যয়।’

 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ও গণমাধ্যমকর্মী প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘উন্নত রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীরা হচ্ছে সম্মুখসারির সৈনিক। সুতরাং সেই সৈনিকদেরকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করার দায়িত্ব এই গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের। সেই প্রশিক্ষণ ও চেতনা তাদের মধ্যে দিতে হবে। প্রশিক্ষণের মডিউলের মধ্যে এগুলো আসা প্রয়োজন।’

 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এ ইনস্টিটিউটে শুধু আমাদের দেশের প্রশিক্ষণার্থী নয়, আশপাশের দেশ ও আরো দূর দেশ থেকেও প্রশিক্ষণার্থীরা আসবে, সেটিই আমাদের লক্ষ্য। সেজন্য একটি বড় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

#

আকরাম/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২২/২০২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫

**নির্দ্বিধায় বলতে পারি-সদরঘাট এখন ফিটফাট**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

ঢাকা সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-২ এর রুফটপে আজ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম, সর্ববৃহৎ এবং অনন্য ডিজাইনে নির্মিত ‘বুড়িগঙ্গা রিভারভিউ রুফটপ রেস্টুরেন্ট’ উদ্বোধন করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নির্দ্বিধায় বলতে পারি-সদরঘাট এখন ফিটফাট; এমনই অনুভূতি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলছে। আমরা আরো এগিয়ে যেতে চাই। সদরঘাট দিয়ে শুরু হলো। প্রত্যেকটি নদীবন্দরকে জনবান্ধব ও আধুনিক বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। ‘বুড়িগঙ্গা রিভারভিউ রুফটপ রেস্টুরেন্ট’ উদ্বোধনের মাধ‍্যমে নতুন পালক যুক্ত হলো। মহান মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হতে নদীগুলো আমাদের সাহায‍্য করেছে। নদীগুলো ভ‍্যানগার্ড হিসেবে কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যার পর দেশ অন্ধকারে চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে দেশকে এগিয়ে নিতে আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর পর আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার দ্বিতীয় কারিগর শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বে আমরা উন্নত বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

রেস্টুরেন্টে অতিথিদের জন্য থাকছে এরাবিয়ান, মোঘল, কন্টিনেন্টাল, পুরান ঢাকার খাবারসহ লাইভ কাবাব এবং সীফুড স্টেশন। সেই সাথে উপভোগ করা যাবে পুরান ঢাকার দু’শত বছরের ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক প্রধান নদীবন্দর এবং এর পারিপার্শ্বিক নান্দনিক সৌন্দর্য।

পাওয়ারবিটস লিমিটেডের চেয়ারম‍্যান সেলিম শরীফের সভাপতিত্বে এবং ব‍্যবস্থাপনা পরিচালক রাকিব হাসান সোহেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন‍্যান্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও এমপি মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম‍্যান কমডোর গোলাম সাদেক, একাত্তর টিভির এমডি ও সিইও মোজাম্মেল হক বাবু।

‘বুড়িগঙ্গা রিভারভিউ রুফটপ রেস্টুরেন্ট’ পরিচালনা করছে পাওয়ারবিটস লিমিটেড।

#

জাহাঙ্গীর/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/২০১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪

**স্মার্ট শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া হবে**

 **--- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে ২০২৩ সালের নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্মার্ট শিক্ষা শুরু হলো। এই স্মার্ট শিক্ষা দেশের সরকার, অর্থনীতি ও সমাজকে স্মার্ট করে তুলবে।

 বছরের প্রথম দিন আজ গাজীপুরের কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাধ্যমিক পর্যায়ের কেন্দ্রীয় বই উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “পিতা মুজিব বলেছিলেন, ‘কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না’, বঙ্গবন্ধুকন্যা সে রকম করেই কেউ যেন বাংলাদেশকে দাবিয়ে রাখতে না পারে, তার জন্য আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরি করে দিয়েছেন। এখন স্বপ্ন দেখিয়েছেন স্মার্ট বাংলাদেশের। সেই বাংলাদেশের নাগরিক হবে স্মার্ট, সরকার হবে স্মার্ট, অর্থনীতি হবে স্মার্ট অর্থনীতি, সমাজ হবে স্মার্ট সমাজ। আর এগুলো গড়বার জন্য যা দরকার তা হচ্ছে শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু কন্যার সার্বিক দিকনির্দেশনায় নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে আমরা সেদিকেই এগুচ্ছি।”

 শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেন, ‘আজ ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তোমরা যে বইগুলো পেলে সেগুলো আমাদের নতুন শিক্ষাক্রমের। নতুন শিক্ষাক্রম আমরা তৈরি করেছি শিক্ষক, শিক্ষার্থী অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, সকলের পরামর্শ ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এমন শিক্ষাক্রম তৈরি করেছি যেখানে শিক্ষা হবে আনন্দময়। পরীক্ষা থাকবে, তবে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করে করে শিখবে, সক্রিয় শিখন হবে, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন হবে। শিক্ষার্থী যা শিখবে তা প্রয়োগ করতে শিখবে। কেমন করে শিখতে হয় তাও শিখবে। পরীক্ষা ভীতি থাকবে না। মুখস্তবিদ্যার বালাই থাকবে না। ‘

 বই উৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা- এই তিন মাকে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এ সময় তিনি বলেন, “ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, ‘একজন মানুষের তিনজন মা। তার নিজের মা, তার মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমি। ’ এই তিন মাকেই ভালোবাসতে হবে।’’

 শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমি শিক্ষকবৃন্দকে বলবো, নতুন শিক্ষাক্রমে আপনাদের মূল দায়িত্ব হবে, শুধু পড়িয়ে যাওয়া নয়, শিক্ষকের ভূমিকা হবে পথপ্রদর্শকের । শিক্ষার্থীদের সহায়ক শক্তি হিসেবে দাঁড়ানো, তাদের তত্ত্বাবধান করা। শিক্ষার্থীরা যেন ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বড় হয়। ’

 অভিভাবক ও শিক্ষককদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমরা বার বার সন্তানদের না বলতে বলতে তাদের মনের মধ্যে নেতিবাচকতা ঢুকিয়ে দেই। আসুন আমরা সন্তানদের ইতিবাচক মনোভাব গড়বার সুযোগ করে দেই, যাতে তারা ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারে। শুধু ভালো ফলাফলের দিকে নজর দেবেন তা নয়, তারা যেন সুস্থ থাকে এবং ভালো মানুষ হয়, সে বিষয়ে শিক্ষকরাও নজর দেবেন বলে আমরা আশা করি।’

চলমান পাতা - ২

--- ২ ---

 উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, ‘আমরা নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরাই গড়বো। বই পাচ্ছি, কম্পিউটার পাচ্ছি, বিদ্যালয়ের ভবন পাচ্ছি, যার কারণে পাচ্ছি, তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশের প্রত্যেক শিশুকে মায়ের দৃষ্টিতে এগিয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সকল সক্ষমতা আমাদের সন্তানদের ওপর বিনিয়োগ করার কথা বলেছেন। আমাদের দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন, শিক্ষা পরিবারকে দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

 উপমন্ত্রী আরো বলেন, শুধু পাঠ্যবই পড়লেই হবে না, অন্য বইও পড়তে হবে। বাবা-মায়ের কাছ থেকে শিখতে হবে, জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে, গল্পের বই পড়তে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ভাষা শেখার চেষ্টা করবো। মিল কারখানায় কীভাবে উৎপাদন করা হয় তা শিখবো, কৃষি কাজ কীভাবে করতে হয় তা শিখতে হবে। শ্রেণিকক্ষের বাইরেও আমরা শিখবো। লেখাপড়া করে কাড়ি কাড়ি টাকা করবো সে মানসিকতা যাতে না হয়, মানুষে মানুষে ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা সৃষ্টি হয় সেটা শিখবো। ধর্মে, ধর্মে হানাহানি তা যাতে বন্ধ হয়, শ্রেণি-বর্ণ বৈষম্য যাতে বন্ধ হয় তা শিখবো। শিক্ষা অর্জনের জন্য শিখবো।

 বই উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য সিমিন হোসেন রিমি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ কামাল হোসেন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. ওমর ফারুক, এনসিটিবির চেয়ারম্যান মোঃ ফরহাদ হোসেন, ইইডি'র প্রধান প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, এবারও পহেলা জানুয়ারি ৪ কোটি ৯ লাখ ১৫ হাজার ৩৮১ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৩ কোটি ৯১ লাখ ১২ হাজার ৩০০ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সংখ্যা হবে সর্বমোট ৪৩৪ কোটি ৪৫ লাখ ৮০ হাজার ২১১ কপি।

 অন্যদিকে, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে ২ কোটি ১৯ লাখ ৮৪ হাজার ৮২৩ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৯ কোটি ৬৬ লাখ ৩৮ হাজার ২৪৫টি বই বিতরণ করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৬৬ লাখ ২৯ হাজার ৮৪টি আমার বই এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিক এবং ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির সর্বমোট ২লাখ ১২ হাজার ১৭৭টি পুস্তক বিতরণ করা হবে।

#

খায়ের/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২২/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩

**সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতে পাঠ্যবই বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার**

 **--- পরিবেশমন্ত্রী**

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করছে। দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মানসম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত শতভাগ লোকের প্রয়োজন। তাই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও সরকার পাঠ্যবই বিতরণ অব্যাহত রেখেছে।

 আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১ তলা নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন এবং ‘বই বিতরণ ও শিশু বরণ উৎসব ২০২৩’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যাতে মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারে এবং মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করেন সরকার এজন্য তাদের বেতন ভাতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়েছে। শিক্ষকদেরকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিযোগিতামূলকভাবে শিক্ষা প্রদান দিতে হবে। মন্ত্রী বলেন, নতুন বিদ্যালয় ভবনগুলোতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক আধুনিক ওয়াশব্লক নির্মাণ করা হচ্ছে।

 বড়লেখা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুনজিত কুমার চন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বই বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম সুন্দর, পৌরসভার মেয়র আবুল ইমাম মোঃ কামরান চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মীর আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

 এরপর মন্ত্রী বড়লেখার কানাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পের আওতায় বড়লেখা উপজেলার তালিমপুর ইউনিয়নের দর্শনাখাল এবং মরা সোনাইখাল নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

#

দীপংকর/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২২/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা স্মার্ট হতে হবে**

 **--- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা স্মার্ট হতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তিবান্ধব জনগোষ্ঠীই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার নেপথ্যে কাজ করবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বিদ্যুৎ ভবনে ‘ডিপিডিসির স্মার্ট গ্রিড-এর পাইলট প্রকল্প’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ প্রযুক্তিনির্ভর হতে সময় নেয়। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আধুনিক করতে হবে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বিশাল এলাকা দ্রুত আধুনিকায়নের আওতায় আনা উচিত। বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয় করে সমন্বিতভাবে প্রযুক্তিবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। এ সময় তিনি ‘স্মার্ট গ্রিড’ নীতিমালা তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

 পাইলট প্রকল্পের আওতায় উপকেন্দ্র নির্মাণ ও প্রসার, ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন ও পাওয়ার সিস্টেম স্মার্ট গ্রিড প্রবর্তন হবে। সমন্বিত স্মার্ট গ্রিডে থাকবে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থাসমূহ (Integrated Comunication Systems), এডভান্সড সেন্সিং উইথ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Advanced Sensing with AI), এডভান্সড মিটারিং অবকাঠামো (AMI), পরিমাপ অবকাঠামো (Measurement Infrasturcture), সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা (Comprehensive decision support), সিস্টেম ব্যবহারে সহায়তা (Easy to use System Interfaces)। প্রাথমিকভাবে সাতমসজিদ রোড, লালমাটিয়া, আসাদগেট ও জিগাতলায় এই সুযোগ থাকবে। পর্যায়ক্রমে এর ব্যাপ্তি বাড়ানো হবে।

 NKSOFT Corporation, USA টঝঅ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাখাওয়াত জন চৌধুরী স্মার্ট গ্রিড কীভাবে কাজ করবে-তার ওপর একটি ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

 ডিপিডিসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার বিকাশ দেওয়ানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে গ্লোবাল ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন, ইউএসএ-এর পরিচালক ফারজানা ইয়াসমিন আশা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মিনিস্টার কন্সুলার এন্ড হেড অভ্ কো-অপারেশন Maurizio Cian বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২২/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১

**সবার আগে দেশ, দেশের জন্য আমরা কাজ করব**

 **--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, দেশের প্রতিটি উন্নয়নের সাথে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত আছে। আমরা অনেকগুলো কাজ হাতে নিয়েছি। সেগুলো সমাপ্ত হলে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অন্য উচ্চতায় চলে যাবে। আগামী প্রজন্ম যেন গর্ব করে বলতে পারে-আমরা তাদের জন্য ভালো কিছু করে দিয়েছি। আমরা যেমন গর্ব করে বলতে পারি-বঙ্গবন্ধু আমাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আমরা চিরঋণী। সবার আগে দেশ, দেশের জন্য আমরা কাজ করব।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নববর্ষ ২০২৩ উপলক্ষ্যে এক শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করছেন। তিনি আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা। বঙ্গবন্ধুর পর নেতৃত্বের দিক থেকে শেখ হাসিনার মতো আর কেউ নেই। তিনি তারুণ্যের মধ্যেই আছেন। তারুণ্য নিয়ে কাজ করছেন। পৃথিবীতে তিনি অন্যতম নেতৃত্বের অধিকারী। তাঁর অনুপ্রেরণা নিয়ে কাজ করতে হবে।

 এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল। এর আগে নববর্ষ ২০২৩ উপলক্ষ্যে প্রতিমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রণালয়ের সচিব।

 পরে, মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২২/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০

টেলিভিশনে স্ক্রল প্রচারের জন্য

**সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

 ‘‘উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়’’-এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ২ জানুয়ারি সারা দেশে
উদ্‌যাপিত হচ্ছে জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান। --সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

#

জাকির/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৮১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৫৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪০ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৭ হাজার ৮২১ জন।

#

কবীর/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৯৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮

**মানবকল্যাণ পদক পাচ্ছেন ৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান**

 **---সমাজকল্যাণমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, পাঁচ ক্যাটেগরিতে মানবকল্যাণ পদক পাচ্ছেন ৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান। সমাজসেবামূলক কাজে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পদক প্রদান করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ও মানবকল্যাণ পদক প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, ২০২০ ও ২০২১ সালের জন্য আট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান এ পদক পাচ্ছেন। আগামী ২ জানয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবসে সমাজসেবা অধিদপ্তরে এ পদক তুলে দেওয়া হবে। করোনার কারণে ২০২০ সালে দেওয়া সম্ভব না হলেও এবার একসঙ্গে ২০২০ ও ২০২১ সালের জন্য নির্বাচিতদের পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, পদকের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রত্যেকে পাবে ১৮ ক্যারেট মানের ২৫ গ্রাম স্বর্ণ দিয়ে তৈরি পদক, জাতীয় মানবকল্যাণ পদকের রেপ্লিকা, ব্যক্তি পর্যায়ে ২ লাখ টাকা, দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২ লাখ টাকা এবং একটি সম্মাননা সনদ।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় আব্দুল জব্বার জলিল, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ্ব আল-মামুন সরকার, মানবকল্যাণে ইতিবাচক কার্যক্রমে খুলনার জেলা প্রশাসন মানবকল্যাণ পদকের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

২০২১ সালে বয়স্ক-বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতার কল্যাণে বিশ্ব মানব সেবা সংঘ (বৃদ্ধাশ্রম), প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণে এসপায়ার টু ইনোভেইট (এটুআই) প্রোগ্রাম, আইনের সংঘাতে জড়িত শিশু-নিরাশ্রয় ব্যক্তির কল্যাণে আকবরিয়া লিমিটেড, মানবকল্যাণে ইতিবাচক কার্যক্রমে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন মানবকল্যাণ পদকের জন্য নির্বাচিত হয়।

এ সময় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল ও তথ্য অধিদফতরের সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রোটোকল এন্ড লিয়াজোঁ) মোঃ আবদুল জলিল উপস্থিত ছিলেন।

#

জাকির/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭

**টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে মালিয়েশিয়ার হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার হাজনা মোঃ হাসিম সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ খাত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া  ভ্রাতৃপ্রতিম দু’টি দেশের মধ্যকার বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্ক তুলে ধরে বলেন, মালয়েশিয়া বাংলাদেশের এক অকৃত্রিম বন্ধু। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার  কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রায় অভিন্ন হওয়ায় বাংলাদেশের মানুষ বৈদেশিক কর্মক্ষেত্র হিসেবে মালয়েশিয়ায় অত‌্যন্ত স্বাচ্ছন্দ‌্যবোধ করে। তিনি গত ১৪ বছরে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় দেশের প্রতিটি খাতে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের ডিজিটাল কর্মসূচি বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করছে। তিনি বাংলাদেশকে  বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত লাভজনক জায়গা হিসেবে উল্লেখ করেন। মন্ত্রী সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতির এই সুযোগ কাজে লাগাতে মালয়েশিয়া ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

হাইকমিশনার বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি কক্সবাজারে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ দেশের আর্থসামাজিক সেবায় বিভিন্ন উদ‌্যোগ এবং টেলিযোগাযোগ খাতে মালয়েশিয়ার  বিনিয়োগের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্কের জন্য মালয়েশিয়া অত্যন্ত গর্বিত।

**নব যোগদানকৃত টেলিযোগাযোগ সচিবের সাক্ষাৎ**

পরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে তাঁর দপ্তরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নবযোগদানকৃত সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান এবং অতিরিক্ত সচিব একে এম আমিরুল ইসলাম সাক্ষাৎ করেন।

মন্ত্রী নবযোগদানকৃত সচিব ও অতিরিক্ত সচিবকে অভিনন্দন জানান এবং তাদেরকে তার লেখা ১২টি বই উপহার দেন।

#

শেফায়েত/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৬

**নতুন বইয়ের আনন্দে শিশুরা আলোকিত বাংলাদেশ গড়বে**

 **--প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, নতুন বই যেভাবে শিশুদের আনন্দিত, উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে সেই অনুপ্রেরণায় আজকের শিশুরা আগামীর আলোকিত বাংলাদেশ গড়বে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নতুন বই শিশুদের কাছে পরম প্রাপ্তি। নতুন বই শিশুকে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করে, বইয়ের ঘ্রাণ শিশুকে বিভোর করে। নতুন বইয়ের পৃষ্ঠা শিশুকে কৌতুহলী করে তোলে। শিশুর মনোজগতের এ আবেগকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনায় ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে শতভাগ নতুন পাঠ্যবই প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত ‘বই বিতরণ উৎসব-২০২৩’ এর প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শিশুদের মাঝে পাঠ্যবইকে আরো চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্য ২০১২ সাল হতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক চাররঙের আকর্ষণীয় মুদ্রণ ও বাঁধাই করে শিশুদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ব্ল্যান্ডেড এপ্রোস প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত।

অনুষ্ঠানে রাজধানীর ৩৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম-পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হাতে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের নতুন বই তুলে দেয় হয় এবং ২০২২ সালে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সাফ নারী ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ৫ (পাঁচ) সদস্য; যারা বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্ট থেকে উঠে এসেছেন তাদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

#

মাহবুবুর/ অনসূয়া/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৫৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :০৫

**জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত হবে**

 **- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। নির্বাচন গণতান্ত্রিক দেশের একটি সাধারণ বিষয়। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর। আমরা আশা করবো, এই সরকারের মেয়াদান্তে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তাতে সব দল অংশগ্রহণ করবে।

আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাংবাদিকদের সঙ্গে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, শেখ হাসিনার সরকার গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য, গণতন্ত্রের শিকড়কে শক্ত করার জন্য যথেষ্ঠ চেষ্টা করছে। এই দেশে গণতন্ত্রের যে বিকাশ হয়েছে, সেটা শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই হয়েছে। দেশে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যে অধিকার আছে, তা যদি কেউ বাধাগ্রস্ত করে, তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে দলই বিশৃঙ্খলা ঘটানোর চেষ্টা করুক, সেটাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আইনানুগভাবে ব্যবস্থা নিবে।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, আমরা দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে জনগণকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমরা সেই প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করার চেষ্টা করবো। আমাদের কাজ জনগণের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া, ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, জনগণের কাছে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তার মধ্যে যেগুলো এখনও শেষ হয়নি, সেগুলো শেষ করা। তিনি যেসব অঙ্গীকার করেছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার- পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। এ বছর বঙ্গবন্ধু টানেল, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-সিলেট ফোর লেইনের রাস্তা চালু করা হবে, ইনশাল্লাহ। যেসব উন্নয়ন প্রকল্প এবছর শেষ হওয়ার কথা সেটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে, প্রকল্পগুলো শেষ করা হবে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চেয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বেশি। যারা বলছেন মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে, তারা কিন্তু অতীতে যে বড় বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে সেটার কথা বলেন না।

আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মো. মইনুল কবির, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ারসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তখন উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/অনসূয়া/শাম্মী/রবি/ইমা/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৪

**বর্তমান সরকার নিরাপদ ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করেছে**

 **-আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বর্তমান সরকারের রুপকল্প ২০২১ ও নির্বাচনি ইশতেহারসহ আন্তর্জাতিক দলিলে শ্রম অভিবাসনকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। দলিলে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসনও নিশ্চিত করা হয়েছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে প্রবাসী কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। তিনি প্রবাসী কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত ও ভাবমূর্তি উজ্জল রাখতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব স্ব দায়িত্বপালনের আহ্বান জানান। প্রবাসীদের উপার্জিত অর্থ দেশে সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

#

আহসান/অনসূয়া/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৫৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৩

**বিনামূল্যে বই পৌঁছে দেওয়া সরকারের বড় সাফল্য**

 **-খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (পোরশা), ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বছরের প্রথম দিন হাতে নতুন বই পাওয়ায় শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় উৎসাহিত হচ্ছে। এসময় তিনি বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণকে শিক্ষা ক্ষেত্রে ‘মাইলফলক’ বলে উল্লেখ করেন।

আজ নওগাঁর পোরশা উপজেলার নিতপুর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের মাঝে ‘পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী এসময় সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলার সাথে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজ খুশির দিন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের এই খুশির উপলক্ষ্য তৈরি করে দিয়েছেন। একযোগে সব জায়গায় সকল শিক্ষার্থীর কাছে বছরের প্রথম দিনেই বই পৌঁছে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে। শিক্ষার অনেক কন্টেন্ট এখন ডিজিটাল। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় স্মার্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু পোশাকে নয়, চিন্তা চেতনায় স্মার্ট হতে হবে। এসময় তিনি শিক্ষার্থীদের শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার বলে উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা যত দিন বেঁচে আছেন, ততদিন বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, বৈশ্বিক আর্থিক সংকটে অনেক দেশ বই ছাপাতে পারছেনা। সেখানে দেশের সব শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে বই পৌঁছে দেওয়া সরকারের বড় সাফল্য।

পোরশা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো: জাকির হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোরশা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী, নিতপুর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো: শফিকুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ওয়াজেদ আলী মৃধা এবং পোরশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন।

উল্লেখ্য, পোরশা উপজেলায় ২০২৩ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ৬৭ হাজার ৯৫৪ কপি এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ১ লাখ ৮৫ হাজার ২৭০ কপি বই বিতরণ করা হবে।

এর আগে খাদ্যমন্ত্রী মহাদেবপুর -সরাইগাছি-পোরশা (জেড ৫৪৫৬) সড়কের সরাইগাছি- নিতপুর অংশের প্রায় ৯ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন কাজের ফলক উন্মোচন ও কাজের উদ্বোধন করেন। এ সড়কের নির্মাণ শেষ হলে পোরশার সাথে নওগাঁ জেলা শহরের সড়ক যোগাযোগ সহজ হবে।

#

কামাল/অনসূয়া/শাম্মী/রবি/ইমা/২০২৩/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০১

**জাতীয় সমাজসেবা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২ জানুয়ারি ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় সমাজসেবা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম প্রচলন করে তিনি দেশে ও সমসাময়িক বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার প্রতিবন্ধী, অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষাসহ নানাবিধ সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে ইতোমধ্যে মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় জি-টু-পি পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন কৌশলগত সংস্কার কর্মসূচি বিশ্বের কাছে দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করি, সঠিক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিগণ যেন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুফল ভোগ করতে পারে সে বিষয়ে সকলে সচেষ্ট থাকবেন। করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ সমধর্মী অন্যান্য কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে আরো বেশি আন্তরিক ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আমি সম্ভাব্য বিশ্বমন্দার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩’ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/শাম্মী/রবী/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০২

**জাতীয় সমাজসেবা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২ জানুয়ারি ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৪তম ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩’ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়’- যুগোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অসহায়, অনগ্রসর মানুষকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরে ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য দেশ পুনর্গঠনের শুরুতেই সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদানসহ সুদূরপ্রসারী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্র শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। শিশুদের সুরক্ষায় প্রণয়ন করেন শিশু আইন, ১৯৭৪।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে দেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত শিশু, অনাথ প্রতিবন্ধী, কিশোর-কিশোরী, স্বামী নিগৃহিতা নারী ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গসহ সহায় সম্বলহীন মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে লাগসই ও টেকসই প্রকল্প গ্রহণসহ সামজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ৫৪টি জনহিতকর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ১ কোটি ৮ লক্ষ জন উপকারভোগীর ভাতা ও অনুদানের টাকা সরাসরি দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে জি-টু-পি পদ্ধতিতে।

আমরা চা-শ্রমিক, হিজড়া, বেদে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করছি। ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগী এমনকি অগ্নিদগ্ধদের জন্য আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছে। ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিসহ ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যও আমরা কাজ করে যাচ্ছি। শিশু সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮ সেবা প্রচলন করা হয়।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, দেশের সকল সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমাজসেবা অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সদা তৎপর থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশকে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

আমি ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

শাহানা/অনসূয়া/শাম্মী/রবী/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা